যায়যায়দিন

তারিখ 2 1 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সিন্ডিকেটের রাহুমুক্ত হয়নি বইবাজার

এম মামুন হোসেন

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের বাজার সিন্ডিকেটের রাহুমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ন্যায্য দামে পুরো সেট বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া যাচ্ছে না। সিন্ডিকেটের কারসাজিতে অভিভাবক, শিক্ষার্থী জিম্মি হয়ে পড়েছে। টাস্কফোর্স মাঠে নামলেও পাইকাররা কমিশন না দেয়ায় খুচরা বাজার অস্থিতিশীল রয়েছে। গায়ের দামে বই বিক্রি করছে না তারা।

বাংলাবাজার, নীলক্ষেত মার্কেটে মাধ্যমিকের বই নির্ধারিত দামের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের মুদ্রিত দাম ২৭ টাকা। অথচ বাজারে এ বইয়ের দাম নেয়া হচ্ছে ৫০ টাকা। সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের মুদ্রিত দাম ৫০ টাকা ৮০ পয়সা, বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়। বাংলা বইয়ের মুদ্রিত দাম ৩৫ টাকা ২৫ পয়সা আর বিক্রি হচ্ছে ৫২ টাকায়। নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলনের (গদ্য) মুদ্রিত দাম ৩০ টাকা। কিন্তু দাম রাখা হচ্ছে ৪৮ টাকা। ইংরেজি বইয়ের মুদ্রিত দাম ৪৬ টাকা হলেও দাম নেয়া হচ্ছে ৭০ টাকা।

বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত মার্কেটের খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, পাঠ্যবইয়ে লিখিত মূল্যের ওপর বিক্রেতাদের জন্য ১৭ শতাংশ কমিশন দেয়ার নিয়ম থাকলেও প্রকাশকরা এবার দিচ্ছে না। পৃ ৪ »» ক ১

সিন্ডিকেটের রাহুমুক্ত হয়নি বইবাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বইয়ের লিখিত মূল্যেই খুচরা বিক্রেতাদের বই কিনতে হচ্ছে। কমিশন না পাওয়ায় খুচরা বিক্রেতারা বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি মূল্যে বই বিক্রি করছে।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সঙ্কট উত্তরণের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স তাদের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, বাজার মনিটরিংয়ে দুর্বলতা, চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপানোর অর্ডার না দেয়া, এনসিটিবির সময়মতো কাগজ সরবরাহ না করা, বই না ছাপিয়ে বাইরে কাগজ বিক্রি করার কারণে এ বছর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য ঢাকার ওয়ারি জোনের ডিএসপি মির্জা আবদুল্লাহ হেল বাকী বলেন, টাস্কফোর্স নিয়মিত মনিটরিং চালিয়ে যাবে। তিনি জানান, অবৈধভাবে বই মজুদ রাখা ও নকল বই ছাপানোর অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া সরকার প্রকাশনী, নিম প্রকাশনী, পুস্তক ভবন এবং নিউ বিশ্ব বিচিত্রার মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

টাস্কফোর্স সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে ২৮টি পাইকারি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত হয়েছে। যারা বোর্ড বই মজুদ করে রেখেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকার প্রকাশনী, নিম প্রকাশনী, ফারুক লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি, পুস্তক ভুবন, সুজন প্রকাশনী, মনির বুক ডিপো, আলিফ পাবলিকেশন্স ও নিউ বিশ্ববিচিত্রা। বই ছাপার জন্য এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ২ কোটি ৬৩ লাখ বই ছাপার জন্য ২৯১ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়। কাগজে-কলমে এতোগুলো প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পেলেও হাতেগোনা ২৩টি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত করার দায়িত্ব নেয়। টেন্ডার পাওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই নোট-গাইড ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে, অতি মুনাফালোভী নোট ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে বইয়ের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের পেছনে প্রকাশকরা দায়ী নয় বলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি এস এম মহসীন বলেন, এনসিটিবি এ বছর ষষ্ঠ থেকে নবম ও দশম শ্রেণীর ৭৬টি বিষয়ের ২ কোটি ৬২ লাখ ২৪ হাজার ৭০টি বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করার জন্য নির্ধারণ করেছে। যা চাহিদার অর্ধেকেরও কম। তিনি বলেন, '৯৬ সালে বই পরিবর্তন করা হয়েছিল। তখন ৪ কোটি ২৫ লাখ নতুন বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হয়। এবার মাত্র অর্ধেক সংখ্যক বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়ায় এ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে।